জেপিসির লক্ষ্য ২০২৯ থেকে 'অভিন্ন নির্বাচন'

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ১০ জুলাই

২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই সারা দেশে অভিন্ন নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে কাজ করছে যৌথ সংসদীয় কমিটি বা জেপিসি। 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিলটিনিয়ে পর্যালোচনা করছে কমিটি। কমিটির চেয়ারম্যান পিপি চৌধুরি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত নাগরিক সমাজের ৯৯ শতাংশ প্রতিনিধির সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তাঁরা অভিন্ন নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাবে সম্মত। সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে যাতে অভিন্ন নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হয়, সেই লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, রাজনৈতিক দলগুলির তরফে এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত অভিযোগ জানানো হয়েছে, সেগুলি নিয়ে কমিটি বিস্তারিত আলোচনা করছে। তবে যদি রাজ্য এবং মুখ্যমন্ত্রীরা রাজি থাকেন, তা হলে সেগুলিকে লোকসভার সঙ্গে একত্রিত করে ২০২৯ সালেই অভিন্ন নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে। যৌথ সংসদীয় কমিটি গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান এবং গোয়ার মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে। জেপিসি চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, 'আমাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের মৌখিক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। গোয়ার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। এক দেশ, এক নির্বাচন ব্যবস্থা নীতিগত কার্যকর করা যায়, তার পক্ষে বেশি নীতি বলা হয়েছে এবং নীতিগত সবার কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' ইতিমধ্যেই গুজরাট, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লিতে এই ধরনের আলোচনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চাপশ্চি, সাধারণ-বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ-সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছে জেপিসি। সমাজের একটি বড় অংশ অভিন্ন নির্বাচন ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছে বলে তিনি জানান।

২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন হলে, ফলে তার আগে অন্যান্য সংস্থাতের কাজ শুরু করা অসম্ভব নয় বলে মনে করছেন কমিটির চেয়ারম্যান। অর্থিক সিরতী নিয়ে কমিটি রামনাথ কোবিন্দের কমিটির কথা তুলে ধরেছে। সেই কমিটি সুপারিশ করা হয়েছে, বার বার নির্বাচন করার ফলে দেশে ৭ লক্ষ কোটি টাকার লোকসান হয়। ফলে অভিন্ন নির্বাচন করা হলে এই বিপুল অঙ্কের টাকার সাশ্রয় হবে। পিপি চৌধুরির বক্তব্য, এখন অন্য রাজ্যে নির্বাচন হলেও, সারা দেশেই তার প্রভাব পড়ে এবং তার ফলে সামিক ভাবে দেশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে নির্বাচন ব্যবস্থা।

রামমন্দিরে তছরুপ: মামলা সুপ্রিম কোর্টে

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ১০ জুলাই

অযোধ্যার রামমন্দিরে তছরুপ-কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছে একটিক জনস্বার্থের মামলা। সেই মামলাগুলির শুনানিতে রবি সর্বোচ্চ আদালত। আগামী ১৩ জুলাই প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধিন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত একাধিক জনস্বার্থ মামলার শুনানি হবে। মামলাকারীরা অনুমান চুরি-কাণ্ডের সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। একটি স্বাধীন বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন এবং মন্দিরের দান ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন। এক আবেদনকারী, নরেন্দ্রকুমার গোস্বামী ঘটনার তদন্ত সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ট্রাস্টের আর্থিক হিসাবকে ক্যাগ নিরীক্ষার আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন। অপর দুই আবেদনকারী, অজয়কুমার রায় ও বীনেশকুমার যাদবও সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই তদন্ত ও কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন। আরেকটি সাদেশ সুপ্রাকার সিংয়ের আবেদনে ট্রাস্টের সম্পূর্ণ আর্থিক লেনদেনের ফরেনসিক অডিট চাওয়া হয়েছে।

এদিকে, উত্তরপ্রদেশ সরকার যদিও এসআইটির তরফে ভারত বিষু স্বতন্ত্রপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদে বৃদ্ধ অনুরক্ত মিশ্র ও অপর এক অভিযুক্ত অরিনাশ স্বীকার করেছেন যে, তছরুপ হওয়া অর্থের একটি অংশ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা হয়েছিল এবং আর একটি অংশ সুদে খাটানো হয়েছিল। তদন্তকারীদের সন্দেহ, চুরি হওয়া অর্থের উপর গোপন কব্জাকে অভিযুক্তরা আইনিস্বচ্ছল ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করে যুরপথে পরে নিজেদের অ্যাকাউন্টে ফিরিয়ে আনতেন। প্রাথমিক তদন্তে অন্ততি করা পড়ায় অভিযুক্তদের আইনিদের ৩০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চিহ্ন করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক অনুরক্ত মিশ্রের বাড়ি থেকে প্রায় এক একর জমি কেনার নথি, নগদ অর্থ, সোনার গয়না এবং একটি গাড়ি উদ্ধার হয়েছে।

হিমাচল প্রদেশের কুলুতে বিপর্যসীমার ওপরে বয়ে চলেছে বিপাশা। কয়েক দিন ধরেই বৃষ্টি চলছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। শুক্রবারও তা কমার লক্ষণ নেই। বৃষ্টির পাশাপাশি ধস নেমেছে উত্তরাখণ্ডে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টি-বিপর্যয়ে দেশে ১০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। গত কয়েক দিনে শুধুমাত্র গুজরাটের সুরাটে প্রাণ হারিয়েছেন ১৭ জন। দিল্লিতে এদিন হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় শুক্রবার অতিভারী বৃষ্টি হয়েছে। হিমাচলের শতাধিক রাস্তা বৃষ্টি-ধসের জেরে বন্ধ হয়ে যায়। কেরলেও ওয়েনাড়ে ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭। এদিন আরও একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। বন্যায় প্লাবিত হয়েছে ত্রিপুরার উনাকোটি, খলাই এবং খোয়াই জেলা। চার হাজারের বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১১ হাজার মানুষ ঘরছাড়া। ছবি: পিটিআই

চিকিৎসায় আত্মনির্ভর হচ্ছে ত্রিপুরা

তরুণ চক্রবর্তী
আগরতলা, ১০ জুলাই

চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা জানিয়েছেন, বিনয়তোষী রোগী পাঠানোর হার এখন ৮০ শতাংশ কমে গিয়েছে। অত্যাধুনিক চিকিৎসা এখন ত্রিপুরাতেই সম্ভব হচ্ছে। শুক্রবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ইউম হাসপাতালের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিগগিরই হাজো একটি মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিও স্থাপিত হবে। তিনি রাজ্যবাসীর কাছে চিকিৎসকদের আরও বেশি করে কর্মরত-সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন। সেই সঙ্গে ত্রিপুরার চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নয়নে লক্ষিকাদীদের এগিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানান। পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরার অর্থনৃপশালা পরিস্থিতি খুবই ভাল। তাই বিনিয়োগেও আশ্চর্য টাকা ত্রিপুরা।'

উল্লেখ্য, ডাঃ কনকনবাহাদুর ভট্টাচার্য এবং ডঃ জয়ন্ত দে-র উদ্যোগে এই বেসরকারি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালটি গড়ে উঠেছে। এদিনই টেকনো ইন্ডিয়া নলেজ ক্যাম্পাসে একে অনুষ্ঠান প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল শিক্ষার বিস্তার টেকনো ইন্ডিয়ার তুহবী প্রশংসা করেন। অন্য দিকে, মুখ্যমন্ত্রীর তাকে সাড়া দিয়ে টেকনো ইন্ডিয়া প্রদ্য আগামী পাঁচ বছরে আরও ২২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে ত্রিপুরায়।

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার তথা টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার আচার্য সত্যম রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রেডি থেকে দিদি শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরায় যে উন্নয়ন-যজ্ঞ চলছে, তাতে শামিল হতে চায় টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপও। ইতিমধ্যেই তারা ২০০ কোটি টাকা ত্রিপুরায় বিনিয়োগ করেছে। টেকনো সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০৪২ সালের মধ্যে প্রতিটি জেলায় টেকনো ইন্ডিয়া ক্যাম্পাস তৈরি করতে সিপিএমই স্কুল। সেই সঙ্গে একটি আধুনিক স্পোর্টস স্কুলও তারা তৈরি করবে। এ ছাড়াও মোহনপুরে কৃষিভিত্তিক স্কিল ও রিসার্চ সেন্টার গড়ে তুলবে। মহেশখলায় তাদের নলেজ ক্যাম্পাসে আরও বিনিয়োগ করে গড়ে তুলবে ত্রিপুরা মেধা (এবাউট) ও ত্রিপুটেক থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতরের শিক্ষার পরিকাঠামো। টেনকোটী জেলার ফটিকরায় গড়ে তোলা হবে টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরার এক্সটেনশন ক্যাম্পাস। ট্রেডিশনাল ত্রিপুরায় অংশ নিয়ে টিআইইউটির উপাচার্য ডঃ রতনকুমার সাহার উপস্থিতিতে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলেন টেকনো গ্রুপের ডেপুটি চিফটেক কৌশিক সরকার। তাঁরা জানিয়েছেন, এই বিপুল ব্যয় বিনিয়োগের ফলে শুধু শিক্ষার পরিকাঠামোগত উন্নয়নই নয়, ব্যাপক কর্মসংস্থানও হবে।

ডিসেম্বরে ফিরতে চান হাসিনা

আজকালের প্রতিবেদন

খুন হতে পারেন, আশঙ্কা রয়েছেই। তবু বাংলাদেশে ফিরতে চান সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একা নন, ডিসেম্বরে আওয়ামি লিগের সহযোদ্ধাদের নিয়ে ফিরবে এবং আমলাকে আত্মসমর্পণ করবেন বলে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন হাসিনা।

২০২৪ সালে বাংলাদেশে ছাত্র-অভ্যুত্থান এবং তার প্রতিবাদে তাঁর সরকারের দমন-পীড়নে কয়েকশো মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় গত বছর নভেম্বরে হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণা করে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল। যদিও ঘাতকীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নেত্রী।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রতিবাদে শামিল হয় মূলত ছাত্রসমাজ। যোগ দেয় মৌলবাদীরাও। তা ক্রমে ভয়াবহ আকার নেয়। আন্দোলনের বিকল্পে খারাপ হয় হাসিনা সরকারও। সে বছর ৫ আগস্ট বাংলাদেশের ঢাকাকেন্দ্রে সেনাভবন ওয়ারকাব-উজ-জামানের পরামর্শে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে যান হাসিনা। সেই থেকে তিনি ভারতেই আছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

টেলিফোনে রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসিনা জানিয়েছেন, তিনি প্রোস্তুত, এমনকী মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত। ৭৮ বছরের নেত্রী বলেছেন, 'বাংলাদেশ ফিরলেই ওরা আমাকে হোস্তুত করতে পারে। হত্যাও করতে পারে। তবু আমাকে যেতে হবে। সেখে আমার দলের নেতা-কর্মীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আমার মৃত্যু হলে দেশেই হোক। সেখানে আমরা বাবা-মা সমাহিত আছেন। তাঁদের রক্ত কাছেই সেখানে।'

হাসিনার সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরতে পারেন সেদেশের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কমল। 'তাঁরও মৃত্যুর ঘোষণা করেছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল।

বাংলাদেশে ফেরার সিদ্ধান্ত তাঁর একান্ত নিজস্ব। কোনও বিদেশি সরকারের পরামর্শে নয়। সাক্ষাৎকারে পর্যন্ত করেছেন হাসিনা। বলেছেন, 'ঢাকা সরকার আমার প্রত্যর্পণ চাইছে। ভারত সরকারকে সমানে চিঠি দিচ্ছে। আমি মিছেই ফিরব।'

'মাইলেজ কমালেও ই২০-তে বহু সুবিধা'

শুক্রবার পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল (ই-২০) ব্যবহারে গাড়ির মাইলেজ ৩ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। তবে এর বেশ কিছু সুবিধাও আছে। ই-২০ স্থানালি গাড়ির অকটেন রেটিং (কোনও স্থানালির ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে চাপ সহ্য করার ক্ষমতা) বাড়ায়। ফলে শিফ আপ দেয় এবং গাড়ির অ্যাক্সিলারেশন (গতি বৃদ্ধি) অনেক মসৃণ হয়। সার্বিক ভাবে কার্বন নিঃসরণের মাত্রাও কমিয়ে আনে এই স্থানালি। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, ই-১০ বা বিশুদ্ধ পেট্রোলের তুলনায় ই-২০ একটি 'পরিষ্কার ও উচ্চমানের স্থানালি'। ভারতে ইথানল মিশ্রণের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ২০০১ সালে। মন্ত্রক জানিয়েছিল, দেশ জুড়ে ই-২০ চালুর আগে ইঞ্জিনের স্থায়িত্ব, স্থানালি ব্যবস্থা, যন্ত্রাংশের উপযোগিতা, ফলবোধ ক্ষমতা, গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়ে এর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে।

আজকাল বই
বর্ষার বইমেলা
৮০% পর্যন্ত ছাড়
*টাকা বাকি সাপেক্ষ
১০ জুলাই থেকে শুরু
দুপুর ১২টা থেকে সন্ধে ৬টা
আসুন
কলেজ স্ট্রিট বিপণিতে
১৭/১ বি, সূর্য সেন স্ট্রিট
(কৃষ্টীয় ভবন), কলকাতা-১২
হোয়াটসঅ্যাপ: ৮৩৩৯১ ৭৪২৭৯
আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদের কাছে

খাদিম ইন্ডিয়া লিমিটেড KHADIM
রেজিস্টার্ড অফিস: প্লোর নং ৭, টিবারাল 'সি', আরবিনি প্রাইমেন্সর্ক টেকপার্ক, ৩৮, মেজর আর্টেরিয়াল রোড, ব্লক- এএফ, নিউ টাউন (কলকাতা), কলকাতা- ৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ওয়েবসাইট: www.khadims.com
ফোন: +৯১ ৩৩ ৪০৫০ ০৫০৫
ই-মেল: complaincc@khadims.com
CIN: L19129WB1991PLC054317
বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ এবং ই-ভোট সম্পর্কিত তথ্য
১. এতদ্বারা এই নোটিশ জারি করা হচ্ছে যে, খাদিম ইন্ডিয়া লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যদের একটি বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) শনিবার, ১ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য দৃশ্যমান উপায়ে ('অডিওকন') মাধ্যমে হবে, যেখানে ৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখের ইজিএমের নোটিশে নির্ধারিত কাজকলাপ নিয়ে কাজ হবে।
২. পরিচালক (কোম্পানি আইনি, ২০১৩ ('আইন') ও এর অধীনে জারি নিয়মাবলি, পরিচালক নিয়োগবিধি অধীনে একত্রিত (সেই সব ইজিএম (নিয়ম) অধীনে অনুমোদনের সঙ্গে সমন্বিত ২০২৩ সালের (সেবিআই) এর ২০২৩ এই বিষয়ে অতিরিক্ত অনেক সাধারণ সার্কুলারের সঙ্গে পঠনীয় ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৪ এবং সিবিআইনিয়ম-৪ অধীনে (যেই সব ইজিএম) ('সেই সার্কুলার') এবং সেবিআইনিয়ম-৪ অধীনে (যেই সব ইজিএম) ('সেই নিয়ম') অনুযায়ী ইজিএম নোটিশে বর্ণিত কাজকলাপ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবসা করার জন্য সদস্যদের অনুমোদন নেওয়ার জন্য ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে করা হবে।
৩. পরিচালক (কোম্পানি আইনি, ২০১৩ ('আইন') ও এর অধীনে জারি নিয়মাবলি, পরিচালক নিয়োগবিধি অধীনে একত্রিত (সেই সব ইজিএম (নিয়ম) অধীনে অনুমোদনের সঙ্গে সমন্বিত ২০২৩ সালের (সেবিআই) এর ২০২৩ এই বিষয়ে অতিরিক্ত অনেক সাধারণ সার্কুলারের সঙ্গে পঠনীয় ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৪ এবং সিবিআইনিয়ম-৪ অধীনে (যেই সব ইজিএম) ('সেই সার্কুলার') এবং সেবিআইনিয়ম-৪ অধীনে (যেই সব ইজিএম) ('সেই নিয়ম') অনুযায়ী ইজিএম নোটিশে বর্ণিত কাজকলাপ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবসা করার জন্য সদস্যদের অনুমোদন নেওয়ার জন্য ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে করা হবে। ইজিএমের আগে দুপুরটা ই-ভোটিং করা হবে। কোম্পানি তার সকল সদস্য যাতে ইজিএমে অংশগ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করেছে। সদস্যরা ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য দৃশ্যমান উপায়ে ('অডিওকন') মাধ্যমে ইজিএমে যোগ দিতে পারবেন। এই সদস্যদের অধিকাংশ হবে একশোজনের বেশি সদস্য, যাঁরা